কোটচাঁদপুর-তালসার সড়কে ৭৩ হাজার টাকা ছিনতাই

কোটচাঁদপুর-তালসার সড়কের পারলাট ব্রিজের সামনে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় এক কলেজছাত্রের কাছ থেকে ৭৩ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগী কলেজছাত্র লাবিব পাল্লাট গ্রামের আব্দুর রবের ছেলে।

কলেজছাত্র লাবিব জানান, তিনি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র। পাশাপাশি তিনি অনলাইনে কাজ করেন।

কিছুদিন আগে শখের মোবাইল ফোন বিক্রি করে ওই টাকা ব্যাংকে জমা রাখেন। সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে ব্যাংক বুথ থেকে টাকা তুলে বাইসাইকেলযোগে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। এ সময় কোটচাঁদপুর–তালসার সড়কের পারলাট ব্রিজের সামনে পৌঁছালে পেছন থেকে দুটি মোটরসাইকেলে এসে দুর্বৃত্তরা তার গতিরোধ করে।

তিনি আরও বলেন, দুর্বৃত্তরা তার কাছে টাকা দাবি করে। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে মারধর করে পাশের আখক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ৭৩ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

লাবিবের বাবা আব্দুর রব বলেন, সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টা ২৬ মিনিটে তিনি ছেলের মোবাইলে একাধিকবার ফোন করেন, তবে সে সময় ছেলে ফোন ধরেনি। কিছুক্ষণ পর ছেলে ফোন করে ঘটনাটি জানায়। এরপর তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে ছেলেকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তারা বাড়ি ফিরে আসেন। ছেলে অসুস্থ থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে থানায় বিষয়টি জানানো হয়নি।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান বলেন, এ ধরনের কোনো ঘটনার বিষয়ে আমি অবগত নই। এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। তবে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

দর্শনায় কলাগাছ ফেলে পাখিভ্যান আটকিয়ে ছিনতাই

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার উজলপুর-শৈলমারী সড়কে রাস্তায় কলাগাছ ফেলে নগদ টাকা ও মোবাইল ছিনতায়ের ঘটনা ঘটেছে।

গত বুধবার রাত ১১টার দিকে দর্শনা উজলপুর মাঠপাড়ার বাঁকের রাস্তায় কলাগাছ ফেলে পাখিভ্যানের গতি রোধ করে ৫-৬ জন ছিনতাইকারী এ ঘটনা ঘটায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, দর্শনা থানার শৈলমারী গ্রামের মৃত আখের আলীর ছেলে কামরুজ্জামান ওরফে ছাব্বাস, কোরমানের ছেলে জসিম উদ্দীন ও হাসেম আলীর ছেলে আলামিন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল থেকে রোগী দেখে বাড়ি ফেরার পথে উজলপুর মাঠপাড়ায় পৌঁছালে ৫-৬ জন মুখোশধারী ছিনতাইকারী রাস্তায় কলাগাছ ফেলে তাদের ব্যারিকেড দেয়। পরে তাদের মারধর করে তিনজনের কাছ থেকে নগদ ৫ হাজার টাকা ও দুটি টাচ মোবাইল ফোন ছিনতাই করে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বলেন, আমি তো সাক্ষী দিতে এসেছি যশোরে, এ ঘটনা আমার জানা নেই।

তবে এ বিষয়ে কামরুজ্জামান ওরফে ছাব্বাস জানান, আমি দর্শনা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছি।

দামুড়হুদায় কৃষকের উপর হামলা;

ছিনতাই ও হত্যাচেষ্টা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি গ্রামের শ্বশান ঘাট এলাকায় পাট পাহারা দিতে গিয়ে এক কৃষকের ওপর সশস্ত্র হামলা, মারধর, টাকাপয়সা ছিনতাই ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার ভুক্তভোগী তারিনীপুর গ্রামের মাঝ পাড়ার মৃত সাদু মন্ডল এর ছেলে মোঃ সোনাই মন্ডল (৬০) দামুড়হুদা মডেল থানায় ৩ জনের নাম উল্লেখ ও ১০/১২ জন অজ্ঞাতনামার বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, প্রতি সোমবার ডুগডুগি বাজারে গরুর হাঁট বসে এবং অতীতে একাধিকবার ডুগডুগি শ্মশান ঘাট এলাকায় হাঁটের দিন সেখানে ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গত সোমবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টার দিকে ভুক্তভোগী সোনাই মন্ডল ডুগডুগি শ্বশান ঘাট নামক স্থানে পাট শুকিয়ে সেখানে গাদা দিয়ে রাখে এবং পাট যেন চুরি না হয়ে যায় সে কারণে সে ঐ জায়গাতে রাত্রে অবস্থান করে।

সে তার শুকানো পাট পাহারা দিচ্ছিলো। এমতাবস্থায় ঘটনার দিন রাতে কাদিপুর গাংপাড়ার মোঃ মানোয়ার ফকির এর ছেলে মোঃ তরিকুল ইসলাম (৩০), মোঃ সেকেন্দার এর ছেলে মোঃ শাহিন আলী (২৫), মোঃ ইউসুফ আলী এর ছেলে মোঃ ইয়াকুব আলী (২২)এবং অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জন দেশীয় অস্ত্র রামদা, চা পাতি, চাইনিজ কুড়াল, লোহার রডসহ বিভিন্ন ধরনের দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উক্ত স্থানে চাঁদাবাজী, ছিনতাই বা অন্য কোন অসৎ উদ্দেশ্যে অবস্থান করে। কিন্তু এই বিষয়ে আমি কোন কিছুই জানি না। এক পর্যায়ে আকাশে মেঘ দেখে আমি পাটের গাদার চারিদিকে লাইট মারলে উক্ত লাইটের আলো বিবাদীদের দিকে গিয়ে লাগলে তারা সকলে আমার নিকট উপস্থিত হয়ে কোন কথা ছাড়াই আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে থাকে।

তখন হঠাৎ আমার ওপর চড়াও হয়, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এক পর্যায়ে তারা সোনাই মন্ডলের পাঞ্জাবির কলার ধরে মুখে ও নাকে কিল-ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপর অজ্ঞাতনামা হামলাকারীরা পা দিয়ে মাথা, বুক ও পেটে এলোপাতাড়ি আঘাত করে গুরুতর জখম করে। মারধরের সময় তার পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি ধরে টানাটানি করে তাকে বস্ত্রহারা করে পকেট থেকে নগদ ২,৮৫০ টাকা ছিনিয়ে নেয়া হয়। এরপর তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত-পা

বেঁধে ফেলার পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করার চেষ্টা চালালে ভুক্তভোগীর ডাক-চিৎকার শুনে পথচারীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে হামলাকারীরা দ্রুত পালিয়ে যায়।

সোনাই মন্ডল বলেন, আমি তাদের চিনে ফেলেছি, বিবাদীরা আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছে এবং যেকোনো সময় আমার ও পরিবারের বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা শেষে নিজের ও পরিবারের সুরক্ষার কথা ভেবে তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

স্থানীয়রা বলছেন, এলাকায় এবং আশপাশে বিভিন্ন সময় চুরি ছিনতাই ও ডাকাতি হয়। কিন্তু কেউ জানে না তারা কারা। এবার তাদের মুখোশ উন্মোচিত হবে, কারণ পাট পাহারাদার সোনাই মন্ডল তাদেরকে চিনে ফেলেছে। যার কারণে তার উপর হত্যার হুমকি এসেছে। স্থানীয়দের দাবি দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, না হলে এলাকায় আরো চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি বেড়ে যাবে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (অপারেশন) হিমেল রানা বলেন, এ বিষয়ে একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে, তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দর্শনার পরানপুর- লোকনাথপুর সড়কে গাছ ফেলে ভ্যান ছিনতাই

দর্শনা পরানপুর লোকনাথপুর সড়কে ছিনতায়ের ঘটনা ঘটেছে। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রবিবার রাত ৯টার দিকে লোকরাথপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে দুইজন মহিলা ভ্যানযোগে পরানপুর গ্রামের দিকে আসছিল।

এসময় লোকনাথপুর পরানপুর সড়কের ধাপড়ী মাঠের বাশঁঝাড়ের নিকট সড়কে বাঁশ কেটে ও গাছ ফেলে সড়ক অবরোধ করে। ভ্যানে থাকা দুই মহিলার নিকট থেকে একটি সোনার চেইন ও কানের দুল ও কিছু নগদ টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। তবে ভুক্তভোগীদের কারো সাথে দেখা

করা সম্ভব হয়নি। জৈনক এক মোটর সাইকেল আরোহী ঐ সড়কে আসার সময় তাদের সাথে দেখা হয়। তিনিই এ ঘনাটি জানান সাংবাদিকদের কাছে। তবে তিনি কারো নাম ঠিকানা বলতে পারেনি। এ বিষয় দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর এর নিকট জানতে চাইলে ঘটনা জানেনা বলে জানান। ঘটনাটি শুনার পর সঙ্গীও ফোর্স নিয়ে ঘটনা স্থলে গিয়ে সড়কের পাশে বাঁশ ফেলে রাখতে দেখেন। এসময় দামুড়হুদা থানার অফিসার্স ইনচার্জ হুমায়ন কবির ও দ্রুত ঘটনা স্থলে পৌঁছে কাউকে পাননি বলে জানা গেছে।

তবে এ ঘটনায় ভ্যান চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দামুড়হুদা মডেল থানায় নিয়ে গেছে। দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মাকর্তা জানান ঘটনাটি দামুড়হুদা মডেল থানা এলাকা বলে জানান, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর।

সড়কে গাছ ফেলে কোটচাঁদপুরে ছিনতাইয়ের অভিযোগ

সড়কে গাছ ফেলে কোটচাঁদপুরে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকালসোমবার রাতে উপজেলার রামচন্দ্রপুর-লক্ষীকুণ্ড গ্রামের সড়কে এ ছিনতাই হয়।

ভুক্তভোগী মেহের মালিতা বলেন, আমার ছেলের ছেলে মিনহাজ (৩) কে নিয়ে যশোর গিয়েছিলাম ডাক্তার দেখাতে। এ সময় আমার সঙ্গে ছিল ছেলের বউ তামান্না খাতুন, বেয়াই ফারুক হোসেন। আর আমাদেরকে এগিয়ে নিতে কোটচাঁদপুর গিয়েছিল আমার ভাই মোগরব মালিতা, ভায়েরা মিঠু মালিতা, ভ্যানচালক রেজাউল ইসলাম ও হাসান আলী। এ ছাড়া ছিলেন আমাদের গ্রামের হায়দার মিস্ত্রি।

তিনি আরও বলেন, তখন রাত ১১টা ৫০ মিনিট। কোটচাঁদপুর থেকে আমরা রওনা দিই। পথিমধ্যে রামচন্দ্রপুর-লক্ষীকুণ্ড গ্রামের সড়কের চামতলা মাঠে পৌঁছালে সড়কের উপর গাছ পড়ে থাকতে দেখি। এ সময় গাড়ির গতি রোধ করতেই বাগানের মধ্য থেকে ৫/৬ জন দা হাতে বেরিয়ে আসে। এরপর বউমা আর নাতি ছেলেকে ছাড়া আমাদের সবাইকে বেঁধে রেখে নগদ ১৫ হাজার টাকা, দুটি কানের দুল ছিনিয়ে নেয়।

পরে অপেক্ষা করে পথচারী আসার। কিছুক্ষণ পরে বলরামপুরের সেলিম রেজা ও সুমন নামের দুই ব্যক্তি ঘটনাস্থলে আসেন। তাদের কাছ থেকেও টাকা ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের সবাইকে ছেড়ে দেয়।

তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে আমরা ভয়ে থানায় কোনো অভিযোগ করিনি। তবে জানতে পেরেছি ঘটনাটি নিয়ে সেলিম রেজা থানায় অভিযোগ করেছেন।

সেলিম রেজা বলেন, ওই সময় ব্যবসার কাজ শেষ করে মোটরসাইকেলযোগে কোটচাঁদপুর শহর থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। পথিমধ্যে আমাকে আটকে রেখে নগদ ৫০ হাজার ৩শ’ টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ বিষয়ে আমি থানায় অভিযোগ করেছি।

এ ব্যাপারে সাবদারপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) রফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার বিষয়ে আমার জানা নেই। আর ওই এলাকা আমার দায়িত্বভুক্ত নয়। আমি গেল রাতে কুশকুড়ি মাঠে ডিউটিতে ছিলাম।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, ঘটনাটি আমি জেনেছি। এ ঘটনায় সেলিম নামের একজন থানায় অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্তের পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, এটি কোনো ছিনতাই বা ডাকাতির ঘটনা নয়, একে দস্যুতা বলা যায়। আর এর আগে যে ঘটনা ঘটেছিল, সে ব্যাপারে কেউ কোনো অভিযোগ করেনি।

মেহেরপুরে চালককে ছুরিকাঘাত করে ইজিবাইক ছিনতাই

মেহেরপুর সদর উপজেলার আলমপুর এলাকায় ছিনতাইকারীদের হামলায় মোঃ শিপন নামের এক ইজিবাইক চালক গুরুতর আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে। আহত শিপন আলী শহরের নতুন পাড়ার বাসিন্দা মোঃ আবুল হাশেমের ছেলে।

জানা যায়, ভোরে মেহেরপুর বি এম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে চারজন ব্যক্তি যাত্রী সেজে গাংনী যাওয়ার কথা বলে ২৫০ টাকার ভাড়ায় একটি ইজিবাইক ভাড়া নেন। ইজিবাইকটি আলমপুর ধোসার পাড়ার মাঝামাঝি পৌঁছালে হঠাৎ তারা চালক শিপনের উপর হামলা চালিয়ে তাকে ছুরিকাঘাত করে। এরপর রাস্তার পাশে তাকে ফেলে দিয়ে ইজিবাইকটি নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

পরে ফজরের নামাজ শেষে স্থানীয় কয়েকজন মুসল্লি বাড়ি ফেরার পথে রক্তাক্ত অবস্থায় শিপনকে দেখতে পেয়ে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

দর্শনায় ছিনতাইয়ের ঘটনায় ২০ ঘণ্টার মাথায় প্রধান আসামিসহ গ্রেফতার ৩

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া ও হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের মধ্যবর্তী মাঠের মধ্যে সড়কের প্রতিবন্ধী স্কুলের কাছে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

ছিনতাইয়ের ২০ ঘণ্টার মধ্যে ৩ জন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গত রবিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সাড়াবাড়িয়া ও হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের মধ্যবর্তী মাঠের মধ্যে সড়কের প্রতিবন্ধী স্কুলের কাছে ছিনতাইকারীরা নববধূসহ ২ জনকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এতে দুজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে সোমবার দুপুর ২টার দিকে ৩ জনকে গ্রেফতার করে। ছিনতাইয়ের ২০ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ প্রধান আসামিসহ তাদের আটক করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন ওসমানপুর বেঁদেপোতা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে আব্দুস সালাম (৫২), কুড়ালগাছি ইউনিয়নের হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে মাওলা বক্স (৪৬), পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে শাহাবুদ্দিন বদই (৪৫)।

পুলিশ জানায়, ছিনতাইয়ের প্রধান আসামি আব্দুস সালামকে ধরতে গিয়ে তিনি পানির মধ্যে লুকিয়ে যান। পুলিশ কাদায় নেমে তাকে গ্রেফতার করে।

আহতরা হলেন কুড়ালগাছি ইউনিয়নের নতুন গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে সাগর (২৪), দর্শনা শ্যাম্পুর গ্রামের মজিবর রহমানের মেয়ে ও সাগরের স্ত্রী শাফিয়া খাতুন (১৮)।

আহত সাগর জানান, “আমি দর্শনা শ্যাম্পুর গ্রামে শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রীকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে হরিশচন্দ্রপুর গ্রামে আমার বাড়ি ফিরছিলাম। সাড়াবাড়িয়া ও হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের মধ্যবর্তী সড়কের প্রতিবন্ধী স্কুলের কাছে পৌঁছালে ৪ জন ছিনতাইকারী রাস্তার ওপর বাঁশ ফেলে আমাদের মোটরসাইকেলের গতি রোধ করে এবং সেটি ভাঙচুর করে।

এরপর ছিনতাইকারীরা আমার পালসার মোটরসাইকেলের চাবি কেড়ে নিতে চায়। আমি তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করি। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আরেকটি মোটরসাইকেল আসছিল। তখন আমি কিছুটা সাহস পেয়ে চিৎকার করে ‘বাঁচাও, বাঁচাও’ বলতে থাকি। ছিনতাইকারীরা আমাকে বাম হাতে ও ডান কাঁধে দা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। আমার স্ত্রীকেও মারধর করে এবং তার কাছ থেকে স্বর্ণের আংটি, চুড়ি, চেইনসহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার গহনা ও আমার কাছে থাকা ৪৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।”

এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেল আরোহী তার গ্রামে ফিরে গিয়ে ঘটনাটি জানায়। খবর পেয়ে গ্রামের লোকজন ছুটে আসলে ছিনতাইকারীরা তাদের ব্যবহৃত একটি বাজাজ মোটরসাইকেল (নং- ঝিনাইদহ-হ ১১-০১৭৮) ফেলে পালিয়ে যায়।

পুলিশ সেই মোটরসাইকেলের সূত্র ধরে তদন্তে নামে এবং তিনজন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। আমি (সাগর) ছিনতাইকারী ২ জনকে চিনতে পারি এবং পরে পুলিশকে জানাই।

ঘটনার পর দর্শনা থানার অফিসার মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীর সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এবং ছিনতাইকারীদের ফেলে যাওয়া

মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “আমরা ছিনতাইকারীদের মধ্যে ৩ জনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছি।”

এ ঘটনায় সাগর বাদী হয়ে ৩ জনের বিরুদ্ধে ছিনতাই মামলা দায়ের করেছেন।

মেহেরপুরে যাত্রীর বেশে ব্যাটারি চালিত ভ্যান ছিনতাই

মেহেরপুরে যাত্রী বেশে চঞ্চল মিস্ত্রি (৪০) নামক এক চালকের কাছ থেকে ব্যাটারি চালিত ভ্যান ছিনতাই করে নিয়ে গেছে কয়েক জন দূর্বৃত্তরা।

আজ শনিবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে আমঝুপি-ইসলাম নগর রোডে ভ্যান ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ঘটেছে। চঞ্চল মিস্ত্রি আমঝুপি উত্তর পাড়ার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

জানা গেছে, দিনমুজুর চঞ্চল সারাদিন রাজ মিস্তিরি কাজ করে নিয়মিত সন্ধ্যায় সুমনের ভ্যান ভাড়া নিয়ে চালায়। আজ শনিবার চারজন দুর্বৃত্ত যাত্রী বেশে চঞ্চলের ভ্যানে ওঠে। পথিমধ্যে ফাঁকা জায়গায় চঞ্চল মিস্ত্রীকে মারধর করে একটি গাছের সাথে তাকে বেঁধে রেখে দুর্বৃত্তরা ভ্যান নিয়ে চম্পট দেয়। পরিবারের একটু সুখের জন্য সারাদিন দিনমজুরের কাজ করার পর রাতে ভ্যান চালানো চঞ্চল এখন ভাড়ায় চালানো ভ্যানের ক্ষতিপূরণ কিভাবে দেবে এটা ভেবেই দিশেহারা।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে ভুক্তভোগীরা থানাতে কোন অভিযোগ করেনি।

মেহেরপুরের চাঁদবিলে শিশুর গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনতাই

মেহেরপুর সদর উপজেলা চাঁদবিল গ্রামে এক শিশুর গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটলেও এখনে পর্যন্ত চেইনটি উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।

ঘটনার সময় চাঁদবিল গ্রামের শফিকুল ইসলামের মেয়ে সামুরা বাড়ির পাশে ফুফুর বাড়ি যাচ্ছিল। এসময় তারা সড়কের পাশে দাড়িয়ে ছিলো। এ সময় মোটরসাইকেল যোগে এক যুবক তাদের কাছে গিয়ে সামুরাকে বলে মা তোমার বয়সের আমার এক মেয়ে আছে। তার জন্য চেন বানাবো, তোমার চেনটা একটু দেখি। এই বলে গলা থেকে চেনটি নিয়ে দ্রুত মোটরসাইকেল যোগে পালিয়ে যায়।

পরে সামুরার চিৎকারে স্থানীয়রা তাকে ধাওয়া করলেও মুহুর্তের মধ্যে সে পালিয়ে যায়। স্থানীয় কয়েকটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে ছিনতাইকারী দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর সদর থানায় জিডি করা হয়েছে।

ইজিবাইক ছিনতাই করতেই চালককে হত্যা, তিনজন গ্রেফতার

ইজিবাইক ছিনতাই করতেই হত্যা করা হয় মেহেরপুরের শোলমারী গ্রামের আব্দুর রহমানকে। আর ঘটনাটা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা ও মিশন শেষে নিরাপদে চলে যেতে পারায় আবাসিক হোটেলটিকে বেছে নেই ছিনতাইকারীরা।

ইজিবাইক চালক আব্দুর রহমান লাশ উদ্ধারের ১২ ঘন্টার মধ্যেই দুই